যুগান্তর

তারিখ ..02 SEP 2015......
পৃষ্ঠা ..২০.. কলাম ...১-৩.....

রাজশাহী গভ. ল্যাবরেটরি হাইস্কুল

সৃজনশীলে বিড়ম্বনায় সেরা স্কুলের শিক্ষার্থীরাও

হাসান আদিব, *রাজশাহী থেকে*

'জ্ঞানভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর এক লাইনে পছন্দ অধিকাংশ শিক্ষকের। আবার কারও পছন্দ একাধিক লাইনে। শিক্ষক বুঝে উত্তর করতে হয়। স্কুলের পরীক্ষায় বাচ্চারা না হয় বুঝল যে কোনো শিক্ষকের বিষয়ে কিভাবে উত্তর করলে ভালো নম্বর পাওয়া যাবে। কিন্তু বোর্ডের পরীক্ষায় কি করবে ওরা? সেখানে যে শিক্ষক খাতা মূল্যায়ন করবে তিনি কি ধরনের উত্তর পছন্দ করেন তা তো জানে না ওরা।' সৃজনশীল পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাইলে এভাবেই শংকার কথা বলছিলেন রাজশাহী গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক মোছা. মোর্শেদা খাতুন।

সৃজনশীলের ভালো-মন্দ

তিনি বলেন, 'এই স্কুলের অবস্থা এবং শিক্ষকরা তবুও তো বেশ অভিজ্ঞ। এটা সরকারি স্কুল। অন্য স্কুলে পড়া পরিচিত প্রতিবেশী কয়েকজন অভিভাবকের কাছে শুনেছি, শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের নৈর্ব্যক্তিক

শিক্ষার্থীরাও : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

শিক্ষার্থীরাও : সেরা স্কুলের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রশ্ন ছাড়া অন্য প্রশ্নগুলো বুঝিয়ে পড়াতে হিমশিম খায়।' সন্তানদের সেরা স্কুলে দিয়েও শিক্ষকদের অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের

মাল্টিমিডিয়ায় ক্লাস চলছে রাজশাহী গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলে যুগান্তর

কারণে সৃজনশীল পদ্ধতিতে বিড়ম্বনার শেষ নেই বলে জানান তিনি।

১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত রাজশাহীর অন্যতম সেরা গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুলে দীর্ঘদিন ধরেই এসএসসি ও জেএসসিতে পাসের হার শতভাগ। এসএসসিতে ২০১৪ সালে ১০৮ শিক্ষার্থী অংশ নিয়ে ১০৭ জনই জিপিএ-৫ অর্জন করে। তবে ২০১৫ সালে ১২৪ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে জিপিএ-৫ পায় ১০৮ জন। সৃজনশীল পদ্ধতির কারণেই ১৬ শিক্ষার্থীকে জিপিএ-৫ বঞ্চিত হতে হয়েছে বলে স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক জানান। এতে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা চরম ভীতির মধ্যে রয়েছেন। তাদের শংকা সৃজনশীল পদ্ধতি আর এ বিষয়ে শিক্ষকদের অদক্ষতা নিয়ে। অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা বলছেন, আগের পদ্ধতিতে বিজ্ঞানে পারদর্শী একজন শিক্ষক সাবলীলভাবে সব বিষয়ে পাঠদান করতে পারলেও সৃজনশীল ব্যবস্থায় প্রয়োজন পড়ছে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের। যা সেরা ও সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত এ প্রতিষ্ঠানেও পর্যাপ্ত নয়। এখানে বিজ্ঞানের জন্য মাত্র একজন শিক্ষক ছিলেন। সম্প্রতি আরেকজন শিক্ষক যুক্ত হয়েছেন। ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি ক্লাসে দুটি করে শাখা রয়েছে। সে হিসেবে প্রতিদিন ১০টি ক্লাসে মাত্র দু'জন শিক্ষকের পক্ষে ভালোভাবে পাঠদান কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাও আবার সৃজনশীল পদ্ধতিতে। স্কুলটির বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই বিজ্ঞান বিভাগে পড়তে আগ্রহী। কিন্তু সেই বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতেই সেরা এ স্কুলটির হযবরল অবস্থা।

শিক্ষকদের অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের কথা স্বীকার করলেন প্রধান শিক্ষক মো. লুৎফর রহমান। তিনি বলেন, 'সৃজনশীল পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ হয়নি এমন নয়। তবে হয়তো তা পর্যাপ্ত নয়।'

গাইড বই কমানোর পক্ষে মত দিয়ে তিনি বলেন, 'উদাহরণ দেখতে এখনও কোনো কোনো শিক্ষক গাইড বই ব্যবহার করছে বলে শুনেছি। এতে শিক্ষার্থীরাও আবার গাইডমুখী হতে পারে। এ বিষয়ে শিক্ষকদের সতর্ক হতে হবে। পাশাপাশি ক্লাসে শিক্ষার্থীদের সতর্ক করতে হবে। আর কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই শিক্ষকদের এ বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় শিক্ষার্থীদের বিড়ম্বনার শেষ থাকবে না।'

শিক্ষকদের আরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন উল্লেখ করে বিজ্ঞানের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক মো. হাবিবুর রহমান বলেন, 'গাইড বই অনুসরণ, শিক্ষকদের অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের কথা শুনেছি। তবে সব শিক্ষকের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।' পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন শিক্ষক জানান, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি শিক্ষকদের। তিন দিনের নামে মাত্র অর্ধদিবস প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলেও তাতে মাস্টার ট্রেইনারদের গাছাড়া ভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এসব বিষয়ে বলা মুশকিল। কম-বেশি অদক্ষতা নিয়ে চালিয়ে যেতে হচ্ছে ক্লাস, প্রশ্নপত্র প্রণয়নসহ খাতা মূল্যায়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড।

দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী মওমী রহমান তাহসীন জানায়, সৃজনশীল পদ্ধতিতে নিয়মিত পড়াশোনার চাপ কম থাকলেও পরীক্ষার অতিরিক্ত মানসিক চাপ অনুভূত হয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা হয় গণিতে। প্রশ্নের ধরনের সঙ্গে সময় খুবই বেমানান। এত কম সময়ে এত কঠিন প্রশ্নের উত্তর করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

কাল ছাপা হবে : রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের প্রতিবেদন